বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়, থাকবে শিশু সুরক্ষায়

শিশু বিষয়ক তথ্য কণিকা

শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত। এ সত্যটিকে সামনে রেখে শিশুর সুরক্ষাকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুর সকল অধিকার নিশ্চিত করেন। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ১৫ বছর পূর্বে তিনি ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। বঙ্গবন্ধু শিশুদের ভালবাসতেন বলেই তাঁর জন্মদিবস ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, শিশুর পুষ্টি-স্বাস্থ্য-শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু নির্যাতন বন্ধ, শিশু পাচার রোধ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার ও পুনর্বাসন, নিরাপত্তা বিধান এবং শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শিশু সুরক্ষায় শেখ হাসিনা, বিকশিত শিশু অপার সম্ভাবনা

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে (CRC) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ রোল মডেল। দারিদ্র হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হ্রাস ইত্যাদি সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন ডেভেলপমেন্ট' (NCWCD) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বিষয়ে নীতি নির্ধারনী দিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অক্টোবর, ২০১৬

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের রূপকল্প নিয়ে শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অভিলক্ষে শিশুদের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেঃ

- শিশু সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ;
- মহিলা ও শিশুদের আইনগত ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াবলি;
- শিশুদের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং উত্তরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কার্যক্রম তদারকি;
- শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ এবং শিশু অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;
- শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ এবং এসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ;
- শিশুদের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রদান;
- আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ (CRC) বাস্তবায়ন;
- শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPA) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- অটিজম সংক্রান্ত কতিপয় কার্যাবলি বাস্তবায়ন;
- জাতিসংঘ, SAARC, SAIVAC এবং NAM এর আওতায় শিশু বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম;
- শিশু বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম এবং কন্যা শিশুর সমঅধিকার রক্ষা;
- বিদেশে শিশু সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং বাংলাদেশে বৈদেশিক শিশু প্রতিনিধি দলের আগমন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাতৃত্বকাল ভাতা, ল্যাকটেটিং ভাতাসহ শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

শিশু বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনঃ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস (১৭ মার্চ)।
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ দিবস (২৯ সেপ্টেম্বর)।
- জাতীয় কন্যা শিশু দিবস (৩০ সেপ্টেম্বর)।
- বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবরের প্রথম সোমবার) ও শিশু অধিকার সপ্তাহ।
- শেখ রাসেল-এঁর জন্মদিবস (১৮ অক্টোবর)।
- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস (৩ ডিসেম্বর)।

শিশু বাজেটঃ

- শিশুর কল্যাণ, সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে ৭টি মন্ত্রণালয়ের শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' শিরোনামে পৃথক বাজেট প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে শিশুদের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়- ২২,০৩২ কোটি টাকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়- ১৭,৮৭৩ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- ৪,৩৪১ কোটি টাকা, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়- ৭৯৫ কোটি টাকা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়- ৮২৭ কোটি টাকা, স্থানীয় সরকার বিভাগ- ২,১৪০ কোটি টাকা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়- ১,৬০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে জাতীয় বাজেট ৩,৪০,৬০৪ কোটি টাকা। ৭টি মন্ত্রণালয়ের শিশুদের জন্য ৪৯,৬১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা জাতীয় বাজেটের ১৪.৫৭%।

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

- শিশুর সুকুমার বৃত্তি বিকাশে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা।
- সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে শিশু বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সিআরসি ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু অনুবিভাগ সৃজন।
- শিশু অধিদপ্তর গঠন প্রক্রিয়াকরণ।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিটি গঠন।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে হট লাইন (১০৯২১) এবং শিশুদের জন্য হেল্প লাইন (১০৯৮) প্রতিষ্ঠা।
- কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা উন্নয়নে চলমান ৫২৯টি ক্লাবসহ সকল উপজেলা ও পৌরসভায় ক্লাব গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ।
- বাংলাদেশের ৬ বিভাগে ৬টি বেবি হোমে পরিত্যক্ত শিশুদের লালন পালন।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সকল জেলায় শিশু নির্যাতন রোধে জেলা কমিটির কার্যক্রম।
- জাতীয় সংসদে ১২ বছরের নীচে শিশুদের জন্য আলাদা গ্যালারী প্রতিষ্ঠা।
- শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন নিশ্চিতকরণে ২০১০ সাল থেকে অন-লাইনে জন্ম নিবন্ধন।
- মায়ানমারের শরণার্থী শিশুদের জন্য কক্সবাজার জেলায় খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, শিক্ষা, স্যানিটেশন, জন্ম নিবন্ধন এবং মনো-সামাজিক কাউন্সেলিংসহ সবধরনের সেবা প্রদান।
- শিশু অধিকার বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের কাছে উপস্থাপনের জন্য চাইল্ড পার্লামেন্ট গঠন।

শিশুশ্রম নিরসনঃ

- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০১ সালে আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন।
- শিশুশ্রম নিরসনে ৫ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- ৩৮ ধরনের কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নির্ধারণপূর্বক গেজেট প্রকাশ।
- ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার ও পুনর্বাসন এবং আরো ৬০ হাজার শিশুকে পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ।

শিশু অধিকার এবং উন্নয়নে প্রণীত আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনাঃ

- আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০;
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩);
- মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯;
- নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯;
- এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১০;
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০;
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০;
- জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০;
- জাতীয় শিশু নীতি ২০১১;
- মানব পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০১১;
- ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি পুনর্বাসন আইন, ২০১১;
- পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩;
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫);
- শিশু আইন, ২০১৩;
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩;
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য আইন, ২০১৩;
- ডিঅক্সিরাইবোনিউকিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪;
- গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা, ২০১৪;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪ (খসড়া);
- জাতীয় পুষ্টিনীতি,২০১৫;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৬ (খসড়া);
- পথ শিশু পুর্নবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৬।

শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমঃ

- শিশু মৃত্যুর হার ৩৮ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) এবং এমডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১.৭ এবং দক্ষ ধাত্রীর সহায়তায় প্রসবের হার (৪৩%) এমডিজি অর্জন।
- মোট প্রজনন হার (হাজারে) ২.১ এবং ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ গ্রহণের হার-৫৫%
- বাংলাদেশ থেকে কুষ্ঠ এবং পোলিওমাইলাইটিস রোগ নির্মূলকরণ।
- অনুর্ধ্ব ৫ বৎসরের অসুস্থ শিশুদের জন্য জেলা ও উপজেলা হাসপাতালসমূহে আইএমসিআই ও পুষ্টি কর্নার স্থাপন।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং এর সুবিধা সংযোজন।
- ২৬টি মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে মারাত্মক অসুস্থ নবজাতকদের চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে Special Care Newborn Unit (SCANU) স্থাপন।
- ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ গ্রহণের হার ১০০% এবং অনুর্ধ্ব ১ বছরের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ৮৬.৬% (এমসিভি-১)
- কৃমিনাশক বড়ি গ্রহণকারী স্কুলগামী শিশুর (৫-১২ বছর) হার ৯৯%
- বয়সের তুলনায় কম উচ্চতাসম্পন্ন শিশুর হার ৪১% থেকে ৩৬% হ্রাসকরণ এবং কম ওজনের শিশুর হার ৩৬% থেকে ৩৩% হ্রাসকরণ।
- কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে অনুর্ধ্ব -৫ শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে ৫ বছরের বৃহৎ সেক্টর প্রোগ্রাম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট থেকে কন্যাশিশুসহ, শিশু ও মহিলাদের হৃদরোগে চিকিৎসা সেবা দান।
- ঢাকা মহানগরীর সেগুন বাগিচায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক, এন্ডোক্রাইন মেটাবলিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
- ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ঢাকা মহানগর শিশু হাসপাতালে সুলভমূল্যে জরুরি, বহিঃ এবং অন্তঃ বিভাগের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান।

শিশু শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমঃ

- স্কুলে শিশুর নীট ভর্তির হার ৯৭.৯%, ঝরে পড়ার হার ২০.৯% এবং প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তির হার ৭৯%।
- দরিদ্র পরিবারের এক সন্তানকে ১০০ এবং দুই সন্তানকে ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান।
- ২৮ লক্ষ ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে অতি পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কিট বিতরণ।
- ২০১৫ সালে ৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তরণের হার ৯৯%।
- ২০১৫ সালে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০।
- ১ জানুয়ারি ২০১৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৩২,৮৮,০৫৩টি এবং প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১০,৮৭,১৯,৯৯৭ টি রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ।
- ৯৩,২৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১,৫২,০০০।
- ১১,১৬২টি আনন্দ স্কুলে ৩,১০,৯৮৭ জন শিশুর শিক্ষা প্রদান।
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ২০,০০০ হাজার শিশুর শিক্ষার সুযোগ।
- স্কুলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য ১২২৬০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দেশের ৮৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' শ্রেণি শিখন কার্যক্রম পরিচালন এবং ৪৮৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর নিকট বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ।
- প্রাথমিক শিক্ষার মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিশুকে উপবৃত্তি প্রদান।
- "দরিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি"র আওতায় ১০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭,৯০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে রান্না খাবার পরিবেশন।
- স্থানীয় উদ্যোগে ২৩১টি বিদ্যালয়ে রান্না খাবার পরিবেশন।
- ইএলসিডি প্রকল্প থেকে গত ২ বছরে ১,৯৫২ টি কেন্দ্র থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।

শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশমূলক কার্যক্রমঃ

- ৬৪ জেলায় এবং ৬ উপজেলায় শিশু সাহিত্য বিকাশ এবং শিশুদের সুকুমার বৃত্তি লালন।
- মাসিক পত্রিকা "শিশু" এবং কিশোর পত্রিকা "নবারুন" প্রকাশ।
- শিশু একাডেমির বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিগত ৩ বছরে ৪০ লক্ষ শিশুর অংশগ্রহণ।
- তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতি বছর ২৭টি বিষয়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রদান।
- প্রতি বছর ৩৫ হাজার শিশুকে সঙ্গীত-নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, অভিনয়সহ ১১টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য ৭৫৬টি শিশুতোষ গ্রন্থ এবং "শিশু বিশ্বকোষ" প্রকাশ।
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সম্পূর্ণভাবে শিশুদের দ্বারা ১৪টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ।
- বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক এবং বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান সম্প্রচার।
- শিশু বিষয়ক সাংবাদিকদের জন্য বাসস কর্তৃক পৃথক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি।
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর শিশুদের জন্য ২৫ প্রকার ৩,৫০,৫০০টি বই প্রকাশ।
- শিশু একাডেমির শেখ রাসেল শিশু যাদুঘরে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি নিদর্শন, বিজ্ঞান প্রজেক্ট ও তথ্য কর্নার স্থাপন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রবর্তন।
- ২০১১ সালে কন্যা শিশুদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালুকরণ।
- শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনসহ মেধা অন্বেষণে প্রতিবছর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- প্রতিবছর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শিশুদের পৃথক পুরস্কার প্রদান।
- ২ লাখ ৬২ হাজার শিশুকে নিরাপদ সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ৭৪টি শিশু বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন।

শিশুর সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমঃ

- পথশিশুদের পুনর্বাসনকল্পে তথ্য ভান্ডার সৃষ্টি, শিক্ষাদানসহ ৮টি শেল্টার-হোম স্থাপন।
- বেসরকারি এতিমখানাসমূহে মাসিক ১ হাজার টাকা হারে ৭২ হাজার এতিম শিশুকে ৮৬.৪০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা সহায়তা হিসেবে ৬০ হাজার জনকে চার স্তরে ৪১.৮৮ কোটি টাকা প্রদান।
- অনগ্রসর হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের শিশুদের চার স্তরে উপবৃত্তি প্রদান।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১,৫২,০০০ শিশুকে ৬০ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান।
- ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারে ১০,৩০০ এতিম শিশুর ভরণপোষণ ও পুনর্বাসন।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ৭৫০ জন দুঃস্থ শিশুকে প্রতিপালন।
- ৭টি বিভাগীয় শহরে শেখ রাসেল ঝুঁকিপূর্ণ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৩,৫৫৩ শিশুকে সেবা প্রদান।
- EECR প্রকল্পের মাধ্যমে ২০টি জেলায় ৪০,০০০ পথশিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর কল্যাণে ২,০০০ টাকা করে ১৮০ কোটি টাকা ক্যাশ ট্রান্সফার।
- ২০টি জেলায় ১৫,০০০ কিশোর-কিশোরীর মধ্যে ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ক্রস চেকের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৭৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা এবং অবিলম্বে সকল জেলায় ডে-কেয়ার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- মা ও শিশুর মৃত্যু হ্রাসে ৫০০ টাকা হারে ২বছর ৫ লক্ষ দরিদ্র মাকে মাতৃত্বকাল ভাতা এবং ১.৮০ লক্ষ মাকে ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান।
- ৫৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালুকরণ।
- চা বাগানের শিশুসহ রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিহত পরিবারের ৪,২৭৫ জন শিশুকে অর্থ সহায়তা প্রদান।

শিশু অধিকার রক্ষায় উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমঃ

- ইউনিসেফঃ বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর জীবন চক্রের ধাপসমূহ নিরাপদ রাখা- জন্ম, আশ্রয়, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা এবং সংঘাতজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান।
- প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালঃ ১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশের শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, দুর্যোগ, ঝুঁকি প্রশমন এবং বাল্যবিবাহ হ্রাসসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ।
- এস ও এস শিশু পল্লীঃ আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি এতিম ও পরিত্যক্ত শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে লালনপালনের লক্ষ্যে শিশু পল্লীর মাধ্যমে বিস্তৃত সেবা প্রদান।
- বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামঃ ২৬৭টি সদস্য সংস্থার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে শিশু শ্রম, শিশু পাচার, শিশু নির্যাতন, শিশু সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম।
- এডুকোঃ শিশুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ, কর্মজীবি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু অধিকার সুরক্ষা, সক্ষমতা বৃদ্ধিজনিত কাজ।
- কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামঃ কন্যা শিশুদের সার্বিক জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম।
- অপরাজেয়-বাংলাদেশঃ পথশিশু এবং বিভিন্ন ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের আশ্রয়, সুষম খাদ্য, স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রশিক্ষণ, জীবন দক্ষতা এবং সমাজ ও পরিবারে পুর্নবাসনমূলক কাজ।
- সেভ দ্য চিলড্রেনঃ ৬৪ টি জেলায় শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্তকরণ, জাতীয় বাজেটে শিশুর বরাদ্দ বৃদ্ধি ও শিশুর দাবিসমূহ স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা।
- আহ্ছানিয়া মিশনঃ পথ শিশুদের অধিকার রক্ষা ও তাদের সুরক্ষা বিষয়ক কাজ।
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনঃ শিশু ও তরুণদের জীবন দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- সাজেদা ফাউন্ডেশনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনো-সামাজিক পরামর্শ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, পথবাসীদের জীবন উন্নয়ন, দরিদ্রদের জন্য কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান।
- আপন আলোর পথে নবযাত্রা ফাউন্ডেশনঃ পথ শিশুদের নিয়ে উম্মুক্ত স্কুল পরিচালনা, সুবিধাবঞ্চিত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য বস্তিভিত্তিক স্কুল পরিচালনা।
- আপন আসক্তি পুনর্বাসন নিবাসঃ ঢাকা শহরে সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, বিপথগামী, পুরুষ, মহিলা ও পথশিশুদের সেবা প্রদান।
- সোস্যাল এন্ড ইকোনমিক এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম (সিপ) ঃ ড্রপ-ইন সেন্টার পরিচালনা- শিশুদের শিক্ষা, বিনোদন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি কার্যক্রম।
- ইনসিডিন বাংলাদেশঃ রাস্তায় বসবাসকারী, যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার, পাচারের শিকার এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য ড্রপ ইন সেন্টার, নাইট শেল্টার, কমিউনিটি ভিত্তিক রাত্রি নিবাস, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা, মেডিকেল সহায়তা প্রদান।
- চেঞ্জ দ্যা লাইভস ফাউন্ডেশনঃ বিমানবন্দর রেলস্টেশন এলাকায় ২৪ ঘন্টা পথে থাকা শিশুদের জন্য স্ট্রীট স্কুল পরিচালনা।
- অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনঃ স্বেচ্ছাসেবীমূলক সংগঠন হিসেবে স্কুলে বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- সুইড বাংলাদেশঃ দেশব্যাপী ৯০টি বিশেষ শিক্ষা স্কুলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ডাউন সিন্ড্রোম, সিপি এবং অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- অটিজম ওয়লফেয়ার ফাউন্ডেশনঃ অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারকে সার্বিক সেবাদান, অটিজম সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং অটিস্টিক শিশুদের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ স্কুল পরিচালনা।
- সীডঃ সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- সোয়াক, গিফটেড চিলড্রেন, DRRA, আলোকিত শিশু, প্রয়াস, এ বিউটিফুল মাইন্ড ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে অটিজমসহ অন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও থেরাপিউটিক পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুর সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, চেয়ারম্যান, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, অটিজম এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে অটিজম সম্পর্কিত সচেতনতার উন্মেষ ঘটে।

অটিজম সচেতনতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে 'এক্রিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়।

জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে 'ঢাকা ঘোষণা' স্বাক্ষরিত হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে নয়াদিল্লীতে সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক (সান) এর প্রথম সভায় জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

"Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management of ASD" শীর্ষক এজেন্ডাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধিবেশনে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অটিজম রির্সোস সেন্টার ও সারাদেশে ১০টি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান।

প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারায় আনতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে Autism and Neuro Developmental Disorders শীর্ষক একাডেমি স্থাপন।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ আওতায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা।

জানুয়ারি ১ তারিখে প্রতিবন্ধীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে ব্রেইল বই প্রদান।

পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় প্রদান।

৬৪টি জেলা ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৩৯ উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও অন্যান্য সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান। এসকল কেন্দ্রে অটিজম কর্নার স্থাপন।

ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজনিত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম' এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

অটিজম স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞ গ্রুপের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের উপযোগী করে স্ক্রিনিং টুলস প্রণয়ন।

শিশু উন্নয়নে বাংলাদেশ কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঃ

২০১০ সালে শিশু মৃত্যু হ্রাসের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পুরস্কার লাভ।

২০১২ সালে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক "ডিজিটাল হেলথ্ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক সাউথ-সাউথ পুরস্কার লাভ।

২০০৯ এবং ২০১২ সালে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য দুইবার গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস্ এন্ড ইম্যুনাইজেশন (GAVI) পুরস্কার অর্জন।

শিশুর আইনী সহায়তাঃ

- বিচারাধীন শিশুর সংশোধনের লক্ষ্যে ৫০০ আসন বিশিষ্ট ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- নারী, শিশু ও কিশোরীদের বিচারকালীন নিরাপদ হেফাজতের জন্য জেলখানার বাইরে ৪০০ আসন বিশিষ্ট ৬টি নিরাপদ আবাসন।
- গত ৩ বছরে ৩,১৭১ জন হারিয়ে যাওয়া নারী ও শিশুকে পুলিশ ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে পরিচালিত ভিকটিম সার্পোট সেন্টারে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা প্রদান।
- প্রবেশন সার্ভিসের মাধ্যমে ৮৩,৩৮০ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান।
- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে স্বারাষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে Rapid Response Repatriation Integration (RRRI) কার্যক্রম পরিচালনা এবং জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৬,৭৬২ জনকে উদ্ধার এবং পুনর্বাসনসহ মামলা দায়ের।
- পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মনিটরিং সেলের কার্যক্রম।
- শিশুদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কমিউনিটি পুলিশ কার্যক্রম।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম।
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসনে ৩০০ আসন বিশিষ্ট ৬টি সেফ হোম প্রতিষ্ঠা।
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে শিশু এবং কিশোরদের যৌন নিপীড়নের জন্য ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান। সেন্টারে স্বাস্থ্য যত্ন, সাময়িক আশ্রয়দান, মনো চিকিৎসা, ডিএনএ টেষ্ট এবং আইনি সহায়তাসহ সার্বিক পুনর্বাসন।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার (NTCC) থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার শিকার অসহায় শিশুসহ পরিবারকে কাউন্সেলিং সেবা।

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় জয় মোবাইল অ্যাপস:

- কোন নারী অথবা শিশু সহিংসতার শিকার হলে মোবাইলে অ্যাপস এর 'জরুরী অবস্থা' লিখিত আইকন স্পর্শ করবেন।
- সংকটপূর্ণ আবস্থায় 'জরুরী অবস্থা' লিখিত মেন্যুটি ক্লিক করা না গেলে মোবাইল পাওয়ার বাটন পরপর ৪বার প্রেস করার পর মোবাইল ভাইব্রেট হলে ৫ম বার পাওয়ার বাটন প্রেস করবেন।
- ৫ম বার প্রেস করার পর সহায়তার জন্য আপনার বিশেষ বার্তা SMS এর মাধ্যমে বিপদকালীন সংরক্ষিত নম্বরসমূহে চলে যাবে।

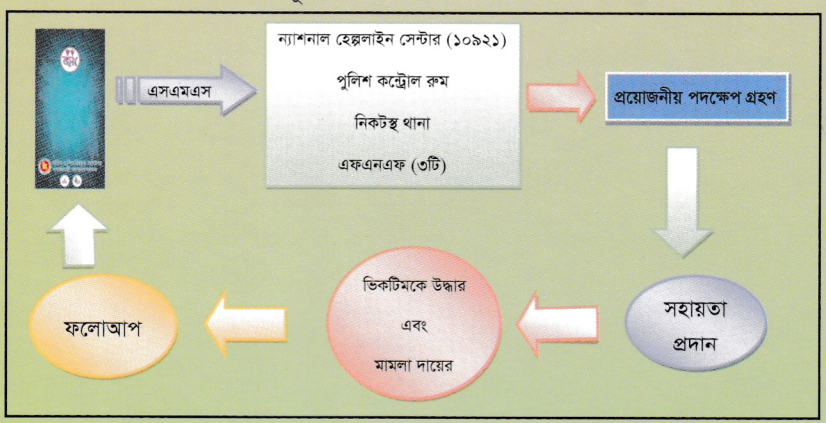

সুবিধাসমূহ ঃ

- ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার, তিনটি FnF নম্বর এবং পুলিশের নিকট জিপিএস লোকেশনসহ বিপদকালীন বার্তাটি যাবে।
- অ্যাপসের মাধ্যমে মোবাইলের উভয় দিকের ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন হয়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর ছবি তুলবে এবং আলাপচারিতা সংরক্ষণ করবে।
- ব্যবহারকারী অনলাইনে থাকলে অডিও এবং ছবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত সার্ভারে প্রেরিত হবে।
- তথ্যসমূহের গোপনীয়তা থাকবে। আদালতের নির্দেশনায় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ওয়েব সাইট : www.mowca.gov.bd,
ফোনঃ +৮৮০২৯৫৪৫০১২, ফ্যাক্সঃ +৮৮০২৯৫৪০৮৯২
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।